আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংঘটিত ধর্ষনের ১২ ঘন্টার মধ্যেই ধর্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ষনের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকরের দিন ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা ওই কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়েরের পর ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতারের জন্য জোর অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের হাফিজুর রহমানের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। কিন্ত মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতেই ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। পরদিন সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

তবে প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। এরপরও প্রতিবেশী ওই কিশোরীর সাথে তার কথাবার্তা চলত। চুপিসারে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষনের মত ঘটনা কিভাবে ঘটল এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ট্যাকিং করে

মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের কমিটি গঠন

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রুহুল আমিনকে সভাপতি ও হারুন অর রশীদ কে সাধারণ সম্পাদক করে ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শওকত আলী ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী খগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ স্বাক্ষরিত এই কমিটি গতকাল তাদের হাতে তুলে দেন।

এসময় তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নিজামুল হক চুন্নুসহ কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিটিতে সারোয়ার হোসেনকে সিনিয়র সহসভাপতি, গোলাম মোহাম্মদ, শহিদুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, আজমল হক, শফিউল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হায়াৎ, মোঃ নূরুল ইসলাম সহ-সভাপতি, মোঃ বিপুল হোসেন ও স্মৃতিকণা রানী বিশ্বাসকে যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, আবু হাসান লিটন, খান শামিম রেজা, নাসিম হোসেন, মোমিনুল ইসলাম বকুলকে সাংগঠনিক সম্পাদক, হাবিবুর রহমানকে অর্থ সম্পাদক, জামাল উদ্দিনকে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, এসএম হাফিজুর রহমানকে দপ্তর সম্পাদক, মইনুদ্দিন বিশ্বাসকে তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান জাহিদকে আইন সম্পাদক, আবু জাফর কে সমবায় ও তাঁত শিল্প উন্নয়ন সম্পাদক, মোঃ ফরিদ উদ্দিন রফিককে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, আবদুল কাদেরকে বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক,

ফজলুর রহমানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, সারোয়ার

হোসেনকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, উরকা খাতুনকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলীকে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক, শেখ সালাউদ্দিনকে যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ উদ্দিন কে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক, মোঃ লিয়াকত আলীকে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক, আজিজুল ইসলামকে প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক, ডাঃ রিপন পারভেজকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাবিষয়ক সম্পাদক, হাজী নুর উদ্দিন কে ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, সামসুল আলমকে উপ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক, হাশেম আলীকে উপ-দপ্তর সম্পাদক করে ৩২ জন নির্বাহী সদস্যসহ মোট ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট আগামী তিন বছর মেয়াদে কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এর আগে গত ৪ অক্টোবর কুষ্টিয়ার খেয়া রেস্তোরাঁয় জেলা তাঁতী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শওকত আলী, কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির প্রতিনিধি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, তাঁতী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী খগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নিজামুল হক চুন্নু।

কর্মী সম্মেলন শেষে জেলা কমিটির তালিকা প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় কমিটি যাচাই বাছাই শেষে গতকাল পুর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন করেন।

রিফাত হত্যা: অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ২৭ অক্টোবর

বহুল আলোচিত বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় আগামী ২৭ অক্টোবর। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বরগুনা জেলা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান এ রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে ৭৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সকল আসামির পক্ষে-বিপক্ষে আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। বুধবার আদালতে উপস্থাপিত রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিখন্ডন শেষে এ রায়ের দিন ধার্য করেন আদালত।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বরগুনার নারী ও শিশু আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আজ এই মামলার যুক্তিতর্কের অবশিষ্ট অংশ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এরপর যুক্তিতর্ক শেষ হলে আদালত আগামী ২৭ অক্টোবর এ মামলার রায়ের দিন ধার্য করেন। একই সঙ্গে এ মামলায় জামিনে থাকা আট আসামিকে নিজ নিজ আইনজীবীর জিম্মায় ফের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

এদিকে মামলার ধার্য তারিখ থাকায় সকাল ৭টার দিকে এ মামলায় জামিনে থাকা আটজন অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে আদালতে হাজির হয়। এরপর কড়া নিরাপত্তায় এ মামলয় কারাগারের শিশু ওয়ার্ডে থাকা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছয় আসামিকেও আদালতে হাজির করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আদালতে আসা সকল বিচারপ্রার্থীদের তল্লাশি করে ঢুকানো হয় আদালতে।

গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই ভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১৪ জন।

গত ৮ জানুয়ারি রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। এরপর ১৩ জানুয়ারি থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিরা হলেন- মো. রাশিদুল হাসান রিশান ফরাজী (১৭+), মো. রাকিবুল হাসান রিফাত হাওলাদার (১৫+), মো. আবু আবদুল্লাহ রায়হান (১৬+), মো. ওলিউল্লাহ অলি (১৬+), জয় চন্দ্র সরকার চন্দন (১৭+), মো. নাইম (১৭+), মো. তানভীর হোসেন (১৭+), নাজমুল হাসান (১৪+), রাকিবুল হাসান নিয়ামত (১৫+), মো. সাইয়েদ মারুফ বিল্লাহ মহিবুল্লাহ (১৭+), মারুফ মল্লিক (১৭+), প্রিন্স মোল্লা (১৫+) রাতুল সিকদার জয় (১৬) ও

আরিয়ান হোসেন শ্রাবণ (১৬+)।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। রায়ে নিহত রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নিসহ ছয় জনের ফাঁসির আদেশ দেন আদালত। বাকি চারজনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

ডাকসেবা র্যাংকিংয়ে ফের পেছাল বাংলাদেশ

ডাকসেবায় আবারও পেছাল বাংলাদেশ। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউপিইউ) সমন্বিত উন্নয়ন সূচকের বার্ষিক র্যাংকিংয়ে আরও ১১ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ।

চার বছর আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮-এ। গত বছর সেই অবস্থান এসে দাঁড়িয়েছিল ১১৭-তে। এবার আরও ১১ ধাপ পিছিয়ে এখন ১২৮ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি প্রকাশিত চলতি বছরের ইন্টিগ্রেটেড ইনডেক্স ফর পোস্টাল ডেভেলপমেন্ট (২ আইপিডি) রিপোর্টে ইউপিইউ সদস্যভুক্ত ১৭০টি দেশের মধ্যে ১৫.৮০ পয়েন্ট পেয়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অবস্থান নেমে গেছে ১২৮ নম্বরে।

অন্যদিকে এবারও র্যাংকিংয়ে সেরা অবস্থানটি ধরে রেখেছে সুইজারল্যান্ড।

সুইজারল্যান্ডর পরে সেরা ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও সিঙ্গাপুর। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মালি।

প্রতিবেদনে পাঁচটি দেশের ডাকসেবাকে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে সিঙ্গাপুর (দশম), পোল্যান্ড

(১৩তম), ব্রাজিল (৪৫তম), তিউনিশিয়া (৪৬তম) ও ঘানা (৫৭তম)। সূত্র: ইউপিইউ

আজ থেকে ইলিশ ধরা-বিক্রি নিষিদ্ধ

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরে আজ বুধবার থেকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা, বিক্রি, বিপণন, মজুত ও পরিবহন নিষিদ্ধ। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর শুরু হয়েছে।

১৯৮৫ সালের মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি (প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন ফিশ রুলস, ১৯৮৫) অনুযায়ী নিষিদ্ধের এ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর নিষিদ্ধের সময় ছিল ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর।

এ উপলক্ষে ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলায় ‘মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০’ পরিচালিত হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের মতো এ বছরও ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি দ্বিগুণ হবে। ইলিশ ধরা নিষিদ্ধের সময় জেলেদের ভিজিএফের (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) আওতায় চাল দেয় সরকার।

গোড়ার মসজিদ হতে পারে অন্যতম

পর্যটন কেন্দ্র

কথিত আছে বারোবাজার নামকরণ পীর খান জাহান আলীর প্রদত্ত। তিনি বারোজন আউলিয়া নিয়ে এখানে প্রথমে এসেছিলেন এবং বারোজন আউলিয়া থেকে বারোবাজার নামকরণ হয়েছিল।

স্থানীয়রা বহু বছর ধরে বারোবাজারের আশেপাশে অনেকগুলো উঁচু উঁচু ঢিবি দেখে আসছিল। এক সময় স্থানীয়দের মনে কৌতুহল জাগে, এই ঢিবির মধ্যে কী আছে? কৌতুহল থেকেই স্থানীয় মানুষজন একটা একটা করে মাটির ডিবি খুঁড়ে বেশ কিছু মসজিদ আবিষ্কার করে। তারই অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মাটির ঢিবি খনন করে এই চমৎকার একটি মসজিদটি আবিষ্কার করেন।

আগের দিনে ভবন নির্মাণ করতে রড সিমেন্ট ব্যবহার করা হতো না। তাই এ ধরনের স্থাপনার দেওয়ালগুলো থাকত অনেক পুরু। এই মসজিদের দেয়ালও কমপক্ষে ৫ ফুট পুরু এবং বর্গাকৃতির। এই মসজিদে তিনটি দরজা রয়েছে, যার মধ্যে মাঝখানের দরজাটি সবচেয়ে বড়।

মূল ভবনের সঙ্গে চারকোনে আটকোন বিশিষ্ট স্তম্ভ এবং বারান্দার সঙ্গে আরও দুটি স্তম্ভ আছে। মসজিদটির মেহরাব ও দেওয়াল বিভিন্ন নকশা সজ্জিত। মসজিদের অভ্যন্তরে চারি দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত আটটি ইটের তৈরী কেবলা দেওয়ালে ও মেহরাবে পোড়া মাটির নকশা, শিকল নকশা,বৃক্ষপত্রাদীর নকশা পুষ্পশোভিত পোড়া মাটির নকশা খঁচিত আছে। মসজিদের পূর্বপাশে একটি বিশাল দীঘি আছে।

এই অপূর্ব মসজিদটির নাম করণ হয় গোড়ার মসজিদ নামে।

স্থানটি সম্পরকে তেমন কোন ইতিহাস সংরক্ষিত নাই। তবে এতটুকু জানা যাই যে, মসজিদ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ মাটির নিচে ছিল।

যেভাবে যাবেন – ঢাকা থেকে বারো বাজারের সরাসরি ভাল বাস সার্ভিস নাই। তাই যেতে হলে আপনাকে ঢাকা থেকে যশোর আসতে হবে অথবা ঢাকা থেকে দর্শনাগামী বাসে কালিগঞ্জ নেমে যেতে হবে।

যশোর অথবা কালিগঞ্জ থেকে লোকাল বাসে বারো বাজার বাস স্ট্যান্ড নামতে হবে। সেখানে নেমে যে কোন ভ্যান ওয়ালা কে বললেই নিয়ে যাবে। বাস স্ট্যান্ড থেকে মোটামুটি ১.৫ কিমি। ভ্যান ভাড়া প্রতিজন ১০-

১৫ টাকা।

প্রতিমায় চলছে রঙ তুলির শেষ আঁচড়

আগমনী বার্তা নিয়ে আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গোৎসব। মহালয়ার মধ্যদিয়ে দেবী দূর্গার আগমন ঘটেছে মর্তলোকে। এবার দেবী দূর্গা আসবে ঘোড়ায় চড়ে। মা কে বরণ করে নিতে পূজা মন্ডপগুলোর প্রতিমাতে দেওয়া হচ্ছে তুলি শেষ আঁচড়। মনের মাধুরি মিশিয়ে, নিপুন হাতে প্রতিমা শিল্পিরা নিরলস সেই কাজে ব্যস্ত।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুরের হরিসভা মন্দির, বড় বাজার কালী মন্দির, নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দির, দাস পাড়া কালী মন্দিরে পূজার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজা মন্ডপগুলো সাজানো হচ্ছে নানান সাজে। সনাতন ধর্মালম্বীদের মধ্যে বিরাজ করেছে উৎসবের আমেজ।

স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পিরা এখানে এসে রং করছেন প্রতিমায়। দূর্গা ছাড়াও লক্ষী, স্বরস্বতী, কার্তিক, গনেশ, অসুর, সিংহ, মহিষ, পেঁচা, হাঁস, সর্পসহ প্রায় ১২টির অধিক প্রতিমায় দেওয়া হচ্ছে পছন্দের রং। প্রতিমায় রং করার পাশাপাশি অস্থায়ী মন্ডপ গুলোতে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

পঞ্জিকা অনুযায়ী ২২ অক্টোবর মহাষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধনের মধ্যে শুরু হবে এ শারদীয় দুর্গোৎসব। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে ২৬ অক্টোবর শেষ হবে এ উৎসব।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ থেকে জানা গেছে, এবছর মেহেরপুর জেলায় ৪২টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হবে দূর্গোৎসব। এর মধ্যে সদরে ১৪টি, গাংনী উপজেলায় ২২টি ও মুজিবনগরে ৬টি।

প্রতিমা শিল্পি মানিক পাল বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ,

এখন চলছে রঙ করার কাজ। আগামী সপ্তাহ খানেকের ভিতর পূজা তৈরির সকল কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নায়েব বাড়ি পূজা মন্ডপের পুরোহিত জিৎ মূখার্জি জানান, এবার পূজার প্রস্ততি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন শুধু অপেক্ষা মা দূর্গাকে বরণ করে নেওয়ার।

তবে করোনা আতঙ্কের কারনে অনেকটা ভাটা পড়েছে এবারের পূজা উৎসবে। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পূজা উদযাপন করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এবছর আরতি, গান-বাজনা, পূজা প্যান্ডেলের পাশে মেলা বসানো, বিসর্জনের আগে শোভাযাত্রা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শহরের নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দিরের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা বলেন, পূজা উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজাটা যেন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সরকারি বিধি নিষেদ মেনে মন্ডপে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী রেখে পূজা পূজা শেষ করতে পারি এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মেহেরপুর হরিসভা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক কিশোর পাত্র বলেন, আমরা এক বছর ধরে অপেক্ষা করছি, কখন মা আসবে। মায়ের আগমনের জন্যই আমাদের এই প্রস্তুতি । যথেষ্ট পরিকল্পনা থাকার পরও প্রতিবারের মতো এবারের পূজাতে ততটা জাঁকজমকপূর্ণ করতে পারছি না।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান পূজা উদযাপন প্রস্তুতি সভায় বলেন, করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ আমাদের সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা অসম্প্রাদায়িক সম্প্রতি বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালন করে আসছি। হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের। আমাদের ঐতিহ্য যাতে ভাটা না পড়ে সে দিক বিবেচনা সরকারি বিধি মেনে দূর্গোৎসব পালনের তাগিদ দেন তিনি।

খুলনাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ” এর উদ্বোধন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইরাসমাস প্লাস (Erarmus Plus) প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর একটি ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক প্রকল্প (MELBU: More Entrepreneurship Life at Bangladeshi Universities) পরিচালিত হচ্ছে।

যৌথ প্রকল্পের অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হলো জার্মানির লিপজিগ ইউনিভার্সিটি, পোলান্ডের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অফ স্টেটিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি খুলনা, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ ও নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা।

আজ মঙ্গলবার সকালে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.melbu.eu) এবং “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ” বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফায়েকুজ্জামান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্পের বাংলাদেশী অংশের সমন্বয়ক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসনের অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবী, বিদেশী অতিথি ছিলেন প্রকল্পের মূল সমন্বয়ক জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উত্জ ডনবার্গার এবং পোল্যান্ডের মেসিজ কাপ্তেনেস্কি।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্যোক্তা মনোভাব তৈরী করা এবং সেই লক্ষে উদ্বোধন করা হয়েছে বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতা “ফিউচার ফাউন্ডার্স লীগ “। এই প্রতিযোগিতায় ছয়টি বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গুরূপভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সেরা তিনটি টিম প্রাইজমানি হিসাবে পাবে মোট দুই লক্ষ টাকা। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত নিয়মাবলী এবং ডেটলাইনসমূহ প্রকল্প ওয়েবসাইটে (www.melbu.eu) পাওয়া যাবে।

এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন শিক্ষার্থী আগামী বছর জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য এই প্রকল্পটির নর্দান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি খুলনার পক্ষে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক এস এম মনিরুল ইসলাম ইসলাম এবং তার সহযোগী হিসাবে আছেন প্রভাষক মোঃ রাফিউল ইসলাম ও এস এম মিসবাহউদ্দিন ।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের যে খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে, তা আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকায় তা আজ অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর করা হলো।

এর আগে গতকাল সোমবার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০০’-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরও দুটি সংশোধনী আনা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে (ধারা ১১-এর গ) সাধারণ জখম হলে তা আপসযোগ্য হবে। এ ছাড়া এই আইনের চিলড্রেন অ্যাক্ট-১৯৭৪-এর (ধারা ২০-এর ৭) পরিবর্তে শিশু আইন ২০১৩ প্রতিস্থাপিত হবে।

সম্প্রতি নোয়াখালীতে এক নারীকে নির্যাতনের ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল

হওয়ার পর থেকে রাজধানীসহ দেশজুড়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের ঝড় উঠে। মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে গত ৮ দিন ধরে।

এসব কর্মসূচি থেকে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ‘মৃত্যুদণ্ডের’ দাবি উঠে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার আইন পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবি এসেছে, তাই সরকার তা বিবেচনায় নিয়েছে।

৮ বছর পর বাংলাদেশকে কালো তালিকামুক্ত করল ইতালি

দীর্ঘ আট বছর পর বাংলাদেশকে কালোতালিকামুক্ত করেছে ইতালি সরকার। এতে করে দেশটিতে সিজনাল ও ননসিজনাল ভিসায় প্রবেশের সুযোগ পাবেন বাংলাদেশিরা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আমাদের অনুরোধে ইতালীয় সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে মৌসুমি ও অমৌসুমি শ্রমিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়েছে।

এর আগে এ কর্মসূচির শর্ত লঙ্ঘন করায় বাংলাদেশি খামার শ্রমিকদের এই সুবিধা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।
সোমবার ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়। সিজনাল ভিসায় কৃষি, হোটেল ও পর্যটন খাতে ছয় মাসের জন্য বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেয় ইতালি সরকার।

যেসব দেশ থেকে শ্রমিক আসতে পারবে, তার মধ্যে রয়েছে– আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, আইভরিকোস্ট, মিসর, এল সালভাদর, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, গাম্বিয়া, ঘানা, জাপান, ভারত, কসোভো, মালি, মরক্কো, মরিশাস, মলডোভা,

মন্টিনিগ্রো, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র, সেনেগাল, সার্বিয়া, শ্রীলংকা, সুদান, তিউনিশিয়া ও ইউক্রেন।